রাজশাহী পলিটেকনিক ছাত্রলীগের টর্চার সেল '১১১৯'

নিজস্ব প্রতিবেদক,রাজশাহী
৫ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৫ নভেম্বর ২০১৯ ০১:১৬

ছবি : সংগৃহীত

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে টেনেহিঁচড়ে পুকুরে নিক্ষেপের পর থেকে একের পর এক কুকর্ম বেরিয়ে আসছে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের। এরই মধ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে ছাত্রলীগের টর্চার সেলেরও সন্ধান পেয়েছে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের গঠিত কমিটি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দীন আহম্মেদ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়,

ইনস্টিটিউটের পুকুরের পশ্চিম পাশের ভবনের ১১১৯ নম্বর কক্ষটিকে টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহার করত ছাত্রলীগ। ওই কক্ষ থেকে লোহার রড, পাত ও পাইপ উদ্ধার করেছে কর্তৃপক্ষ। পরে সেগুলো পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'কক্ষটি জোর করে দখলে নিয়ে ছাত্রলীগের ছেলেরা ব্যবহার করত। সেখানে বসে তারা বিভিন্ন সময় আড্ডা বা

মিটিং করত। এখন শুনছি কক্ষটি টর্চার সেল হিসেবে ব্যবহার হতো। তবে এ নিয়ে কেউ কোনোদিন আমার কাছে অভিযোগ দেয়নি। আসলে ছাত্রলীগের ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে শিক্ষক বা ছাত্রÑ সবাই ভয় পায়।'

এ ঘটনায় অভিযুক্ত সৌরভসহ আট সহযোগীকে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গতকাল সোমবারও বিক্ষোভ হয়েছে। ক্লাস বর্জন করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। ক্যাম্পাসে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। আন্দোলনরত একাধিক শিক্ষার্থী জানান, ছাত্রলীগ বিভিন্ন সময় নিরীহ শিক্ষার্থীদের ধরে এনে এ রুমে মারপিট করত। কাউকে সন্দেহ হলে এবং অনেককে এমনিতেই ধরে এনে ভয়ভীতি ও মারপিট করে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ছেড়ে দিত।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এসএম ফেরদৌস আলম জানান, অধ্যক্ষকে ধরে পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় রবিবার সকালে তদন্ত কমিটি করা হয়। ওইদিন বিকালেই দুইজন ঢাকা থেকে বিমানে রাজশাহী আসেন। আর কমিটির অপর সদস্য রাজশাহীতেই ছিলেন। আহ্বায়ক বলেন, 'রাজশাহী পৌঁছে সন্ধ্যা থেকেই আমরা তদন্ত কাজ শুরু করেছি। অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গেই কথা বলেছি। তিন দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবেÑ সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

advertisement

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষকে টেনেহিঁচড়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় গত শনিবার দুপুরে। এর প্রতিক্রিয়ায় ওই ঘটনার মূল হোতা সৌরভকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে ছাত্রলীগ। একই সঙ্গে পলিটেকনিক শাখা ছাত্রলীগের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এ ঘটনায় সিসিটিভির ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্ত করেছে পুলিশ। গত রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে নিশ্চিত করেন রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার (সদর) গোলাম রুহুল কুদ্দুস।

গ্রেপ্তাররা হলেন মেহদী হাসান আশিক (২২), মেহদী হাসান হিরা (২৩), নবীউল উৎস (২০) ও নজরুল ইসলাম (২৩)। তারা সবাই রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগকর্মী। শানিবার রাতে এ ঘটনায় আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।